4.19. জনসংখ্যা-সম্পদ অঞ্চল (Population Resource Region) :

পৃথিবীতে যতরকমের সম্পদ আছে, সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হল মানবসম্পদ। জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গেলে তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এগুলি হল— জনসংখ্যা, সম্পদ ও কারিগরী উপাদান। এগুলির মধ্যে প্রযুক্তিবিদ্যা বা কারিগরীবিদ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কারণ কারিগরীবিদ্যায় উন্নত দেশ বা অঞ্চলগুলি সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে পারে, যেমন— আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি দেশ।

এড্ওয়ার্ড ই একারম্যান জনসংখ্যা এবং সম্পদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে পৃথিবীকে 5টি জনসংখ্যা-সম্পদ অঞ্চলে ভাগ করেছেন। তাঁর ভাগের ভিত্তি হল—

(a) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রক (Population factor)।

(b) সম্পদ নিয়ন্ত্রক (Resource factor)।

(c) প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ন্ত্রক (Technology factor)।

4.19.1. একারমেনের জনসংখ্যা-সম্পদ অঞ্চল :

(A) যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের (The United States Type) : জনসংখ্যা ও সম্পদের অনুপাত অনেক কম হয়। প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত।

(B) ইউরোপীয় ধরনের (European Type) : এই অঞ্চলে জনসংখ্যা ও সম্পদের অনুপাত অনেক বেশি হয়। এই অঞ্চলের অন্তর্গত দেশগুলি প্রযুক্তিবিদ্যায় আরও উন্নত।

(C) ব্রাজিলীয় ধরনের (Brazilian Type) : জনসংখ্যা-সম্পদের অনুপাত অনেক কম হয়। এসব অঞ্চলগুলি প্রযুক্তিবিদ্যায় একেবারেই উন্নত নয়।

(D) মিশরীয় ধরনের (Egyptian Type) : জনসংখ্যা ও সম্পদের অনুপাত অনেক বেশি হবে। তবে এই সমস্ত অঞ্চলের দেশগুলি প্রযুক্তিবিদ্যায় অনেক পিছিয়ে আছে।

(E) মরুভূমি ও মেরুদেশীয় ধরন (Arctic-Desert Type) : প্রযুক্তিবিদ্যায় অনুন্নত এই অঞ্চলগুলিতে খুব স্বল্প পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদিত হয়। তবে ভবিষ্যতে শক্তির অন্যতম উৎস অঞ্চলে পরিণত হবে।

4.19.2. জেলিনেক্সির শ্রেণিবিভাগ :

উইলবার জেলিনেক্সিও পৃথিবীকে পাঁচটি জনসংখ্যা-সম্পদ অঞ্চলে ভাগ করেছেন। এগুলি হল :

Type	অঞ্চল
(A)	যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচ
(B)	ইউরোপীয় ধাঁচ
(C)	ব্রাজিলীয় ধাঁচ
(D)	মিশরীয় ধাঁচ
(E)	মরুভূমি ও মেরুদেশীয় ধাঁচ

(A) যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচ : এ সমস্ত ধাঁচের দেশগুলিতে সম্পদের পরিমাণ অনেক বেশি। কম জনসংখ্যার এসমস্ত দেশ কারিগরীবিদ্যায় উন্নত তবে দ্রুত বিকাশশীল। এইসমস্ত দেশগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যক কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি আছে। পরে অন্য দেশগুলিতে উদ্‌বৃত্ত শ্রমিক পাঠানো হয়। এই সমস্ত দেশগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট এবং এদের ব্যবহারও নিয়ন্ত্রিত।

উদাহরণ : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ এই ধাঁচের অন্তর্গত। আগামী দিনে এসমস্ত দেশগুলি উন্নতির মাধ্যমে জনসংখ্যা-সম্পদ অঞ্চলে পরিণত হবে।

(B) ইউরোপীয় ধাঁচ : কিছু কিছু অঞ্চল আছে যেখানে জনসংখ্যা ও কারিগরী বিকাশ ও সম্পদের বহন ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্যযুক্ত সম্পর্ক আছে। এসমস্ত দেশগুলি প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত। দেশগুলি ছোটো হলেও উন্নত কারিগরীবিদ্যার মাধ্যমে সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করে। এই সমস্ত দেশগুলি আন্তর্জাতিক স্তরে কারিগরী জ্ঞান এবং পণ্যদ্রব্য আদানপ্রদানের ওপর নির্ভর করে উন্নয়ন ঘটায়।

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি এবং ইজরায়েল, জাপান প্রভৃতি এই ধাঁচের অন্তর্গত। বেশি জনসংখ্যা ও সীমাবদ্ধ সম্পদের জন্য এ অঞ্চলের মানুষ বেঁচে থাকার জন্য সর্বদা সংগ্রাম করছে।

(C) ব্রাজিলীয় ধাঁচ : এসমস্ত ধাঁচের দেশগুলি প্রযুক্তিবিদ্যায় পিছিয়ে আছে। এখানে সম্পদের চেয়ে জনসংখ্যা যথেষ্ট কম থাকায় সম্পদের ওপর চাপ কম। সম্পদের আরও বিকাশ ঘটিয়ে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে এইসমস্ত দেশগুলি ইউরোপীয় ধাঁচে পৌঁছায়।

এসমস্ত ধাঁচের দেশগুলি প্রধানত পৃথিবীর তিনটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। এগুলি হল ইন্দোচিন, ক্রান্তীয় আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা। ভবিষ্যতে তেল সম্পদে সমৃদ্ধ মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলি ধাঁচের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ভেনিজুয়েলা, আর্জেন্টিনার। বলিভিয়া, কিউবা প্রভৃতি দেশগুলি এই ধাঁচের অন্তর্গত।

(D) মিশরীয় ধাঁচ : জনসংখ্যা ও সম্পদের অনুপাত বেশি। এ ধাঁচের দেশগুলি প্রযুক্তিবিদ্যায় অনুন্নত। জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে অসাম্য আছে। জনসংখ্যা-সম্পদ অঞ্চলের দিক দিয়ে এই ধাঁচের মান নিম্নমানের।

এধাঁচের অর্ন্তগত দেশগুলির অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। এখানে জনসংখ্যার চাপ অত্যন্ত বেশি। প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেও এদের পরিপূর্ণ ব্যবহার এই দেশগুলির পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। জনসংখ্যায় অত্যধিক চাপ এসমস্ত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করেছে।

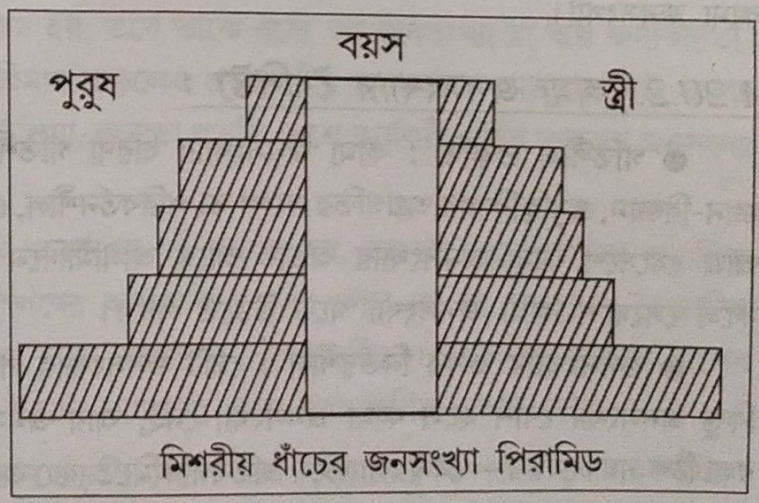

মিশরীয় ধাঁচের জনসংখ্যা পিরামিড

চিত্র 4.16

ভারত, চিন, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এই ধাঁচের অন্তর্গত।

(E) মরুভূমি ও মেরুদেশীয় ধাঁচ : এইসমস্ত এলাকাগুলি অত্যন্ত জনবিরল। কারণ পরিবেশগত দিক দিয়ে এলাকাগুলি বসবাসের পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল। এই সমস্ত অঞ্চলের গুরুত্ব হল এই যে এখানে শিল্পের কাঁচামাল, খনিজ তেল, আকরিক পদার্থ, পশম, সামুদ্রিক প্রাণী ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।

সমগ্র আন্টার্কটিকা এবং গ্রিনল্যান্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এ ধরনের পর্যায়ে পড়ে। উত্তর আমেরিকার বিস্তীর্ণ অংশ, উত্তর ইউরেশিয়া অঞ্চলও মরু ও মেরুদেশীয় ধাঁচের মধ্যে পড়ে। সাহারা, মধ্য এশিয়ার মরু অঞ্চল, মেক্সিকো, দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। পেরু ও চিলির মরু অঞ্চল এর মধ্যে পড়ে। খনিজ ও শক্তি সম্পদের ভাণ্ডার এর মধ্যে নিহিত আছে।